ধ্রুপদী এবং নারীবাদী নীতিবীক্ষার আলোকে পক্ষপাতরাহিত্যের বিশ্লেষণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগে দর্শন শাস্ত্রে পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

ঋতুপর্ণা চৌধুরী

নিবন্ধন ক্রম – **A00PH1100616**

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপিকা অতসী চ্যাটার্জী সিনহা

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর, কলকাতা-৩২

২০২৪

সংক্ষিপ্তসার

সৃষ্টির প্রারম্ভিককাল থেকে বুদ্ধিমত্তা, মানব জাতিকে অন্যান্য সকল প্রাণীকূল থেকে পৃথক করে এসেছে। এই বৈশিষ্ট্যের শক্তিতে বলিয়ান হয়েই, মানুষ অর্জন করে জ্ঞানীয় ক্ষমতা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং মর্যাদার শ্রেষ্ঠ আসন। দর্শনের জগতেও এই বুদ্ধিবৃত্তিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তত্ত্বায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে পাশ্চাত্য দর্শন চিন্তায় মানুষের বৌদ্ধিকতা বা rationality কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে এসেছে। দার্শনিক, জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন বুদ্ধির গুরুত্ব অপরিহার্য বলে স্বীকার করেছেন, তেমনি নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রেও বুদ্ধি বা প্রজ্ঞাকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। ধ্রুপদী দর্শন ভাবনায় বিমূর্তীকরণ পন্থা, জ্ঞান ও মূল্য বিচারের আদর্শ নির্ণয়ের উপযুক্ত পদ্ধতি রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। নৈতিক মূল্যায়ন, বিচার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনের ক্ষেত্রে মূর্ত চিন্তন, ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি, অভিজ্ঞতা, আবেগের তুলনায় প্রজ্ঞাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। মূলস্রোতের অধিকাংশ নীতিতত্ত্বেই Pure Reason অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়। বৌদ্ধিকতার অনুষঙ্গে যে বিষয়গুলি অপরিহার্য রূপে উপস্থিত হয় সেগুলি যথাক্রমে- পক্ষপাতরাহিত্য, বিমূর্ততা, বিষয়তা, সর্বজনীনতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি। ফলত নৈতিক সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রগুলিতে আবেগ, অভিজ্ঞতা, প্রসঙ্গ, সহমর্মিতা এবং সদৃশ বিষয়গুলি বর্জিত হয়েছে। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক যে সকল বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দিয়ে থাকেন তার মধ্যে নৈতিক কর্তার পক্ষপাতরহিত (Impartial) অবস্থান বিষয়টি বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পক্ষপাতরাহিত্যের (Impartiality) ধারণাটির একটি বিস্তৃত পরিধি বর্তমান। সাধারণভাবে এটি ন্যায্যতার একটি নীতি (Justice principle)। ন্যায় প্রতিষ্ঠা বা নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতরহিত থাকার অর্থ হল- নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনের

ক্ষেত্রে যে মানদণ্ড নির্ধারিত হবে তা অবশ্যই বিষয়গত এবং নৈব্যক্তিক হবে। পক্ষপাতরাহিত্য একটি আকারগত ধারণা, কখনও বা কর্তার গুণ, আবার কখনও একটি নৈতিক মূল্যায়ন পদ্ধতির সহায়ক এবং একটি মানদন্ড। এক কথায় পক্ষপাতরহিত থাকার অর্থ যেকোনও প্রকারের ব্যক্তিসাপেক্ষ ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ উপাদানের প্রভাব, পক্ষপাত বা সংস্কার মুক্ত থাকা।

এই গবেষণা সন্দর্ভের লক্ষ্য : মূলস্রোতের অধিকাংশ নীতিতত্ত্বে, নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে কর্তার আদর্শ স্থির করার প্রসঙ্গে পক্ষপাতরাহিত্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শরূপে বা নৈতিক কর্তার আবশ্যিক গুণরূপে পক্ষপাতরাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা এবং বাস্তব জীবনে এর প্রায়োগিক উপযোগীতা বিষয়ে একটি পর্যালোচনা করাই এই গবেষণা সন্দর্ভের লক্ষ্য। বিশেষ রূপে নারীবাদী দর্শন ও চিন্তনের আলোকে আলোচনা করার প্রয়াস হয়েছে। বিশ্লেষণ এবং বিচারমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করে এই গবেষণা কার্যটি সম্পাদিত হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন : মূলত যে প্রশ্নগুলির উপর নির্ভর করে এই গবেষণা করার প্রচেষ্টা হয়েছে সেগুলি হল, **প্রথমত :** ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে নৈতিকতার মানদন্ড নির্ধারনের ক্ষেত্রে, পক্ষপাতরাহিত্য বা নিরপেক্ষতার উপর কেন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়?

দ্বিতীয়ত : মূলস্রোতের নীতিতত্ত্বগুলি থেকে পক্ষপাতরাহিত্যের যে ধারণা পাওয়া যায়, তার বিরুদ্ধে নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিকদের আপত্তি কোথায়?

সর্বপরি নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিকগণ, পক্ষপাতরাহিত্যের যে পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত রূপটি উপস্থাপন করেছেন, সেটি কি মূলস্রোতের উপস্থাপিত ধারণার তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য?

প্রভাবশালী দার্শনিক তত্ত্বগুলিতেও মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মূলস্রোতের দর্শনে ব্যক্তি শরীরের তুলনায় মন অধিক গুরুত্বপূর্ণ। ধ্রুপদী পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে বুদ্ধিবাদী মতের আধিপত্য এবং সেই মতে জ্ঞান তথা নৈতিকতার অনুষঙ্গে

ব্যক্তির শরীর, তার অভিজ্ঞতা, আবেগ, ইতিহাস, প্রেক্ষাপট সবই গৌণ। বিশুদ্ধ জ্ঞান কেবল মন দ্বারাই প্রাপ্ত, আর সেই মনকে বিদেহীরূপে উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করে যথার্থ তত্ত্ব গঠন করাই দার্শনিকের অভিপ্রায়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে দেখা গেছে যে, শরীরের সঙ্গে কেবল নারীকেই যুক্ত করা হয়। পাশ্চাত্য দর্শনে নারীর প্রজ্ঞার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়নি। এখানে নারীর মানসিক ঋদ্ধির ব্যাপ্তি খুবই সীমিত বলে মনে করা হয়। আর সেই কারণেই জ্ঞান আহরণ, যুক্তি প্রয়োগ বা নৈর্ব্যক্তিক নৈতিক বিচারের প্রসঙ্গে নারী প্রতিবন্ধকরূপে দর্শিত হয় বেশীরভাগ মূলস্রোতের দার্শনিক তত্ত্বে।

দর্শনের জগতে লিঙ্গ নিরপেক্ষতা এবং রাজনৈতিক অতিবর্তিতা সম্পূর্ণ কাল্পনিক একথা নারীবাদী মনে করেন। তাঁরা দাবী করেন যে, জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের পদ্ধতি, পিতৃতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত। সপ্তদশ শতকের যুক্তিসম্পন্ন পুরুষ দার্শনিকগণের মনন পর্যালোচনা করে, **জেনেভিয়েভ লয়েড** তাঁর *The Man of Reason* (1979) গ্রন্থে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, ধ্রুপদী রীজন একান্ত ভাবে পুরুষের সম্পদ। জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শগুলি যদি পুরুষালী হয়, তবে জ্ঞানের বিষয়বস্তুও, লিঙ্গ নিরপেক্ষ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে জ্ঞানীয় স্তরে, এই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক রাজনীতি সর্বদা প্রকট হয় না। তত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে, অনেক সময় এই রাজনীতিকে আড়াল করে রাখা হয়। এহেন গোপন করার কৌশলকে ফ্যালোসেন্ট্রিজম (Phallocentrism) বা শিশ্নকেন্দ্রিকতা নামে অভিহিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় মননের স্তরে এক প্রকার রাজনীতি করা হয়, যেখানে আপাত দৃষ্টিতে 'মানব' শব্দটিকে ঘোষিত রূপে লিঙ্গ নিরপেক্ষ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। এক্ষেত্রে দেখানো হয় মানবের পরিধির বা গণ্ডির মধ্যে পুরুষ, নারী এবং অপর সকল যৌন বর্গই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বলাবাহুল্য, বাস্তবে এই 'মানব' শব্দটির মাধ্যমে কেবলমাত্র পুরুষ, বিশেষত ক্ষমতা সম্পন্ন, বিসমকামী পুরুষকেই বোঝানো হয়ে থাকে এবং এই প্রকার পুরুষের মতামতকেই যথার্থ রূপে ধার্য করা হয়। নারীবাদ অনুসারে, অধিকাংশ

ধ্রুপদী দার্শনিক তত্ত্বই শিশ্নকেন্দ্রিক, কারণ মূলস্রোতের সিংহভাগ তত্ত্বগুলির মধ্যেই নারী তথা প্রান্তিক বর্গের মানুষের অবস্থান অবহেলিত, অদৃশ্য।

অধিকাংশ ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে নৈতিকতার মানদন্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে, কেন পক্ষপাতরাহিত্যকে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেই বিষয়ক আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে, মূলস্রোতের নৈতিকতার স্বরূপ বিষয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ে মূলত যে দুজন ধ্রুপদী নীতিদার্শনিকের মত সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে তাঁরা হলেন– জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট এবং মার্কিন নীতিদার্শনিক জন রলস। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪), নৈতিক চিন্তনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতরাহিত্যকে একটি অবশ্য পূরণীয় শর্তরূপে বিবেচনা করেছেন। কান্টীয় নৈতিক ভাবনার সার কথাই হল– সর্বদা কর্তব্যের জন্যই নিঃশর্ত কর্তব্য করা উচিত। তিনি নৈতিক কর্তব্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ, উপযোগিতা, ভাবাবেগ, প্রসঙ্গ প্রভৃতি ব্যতিরেকে একটি বিচার–ব্যবস্থা স্থাপনের মত দিয়েছেন। কান্ট সকল প্রকার নৈতিক বিধির উৎসরূপে বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে (Pure Reason) স্বীকার করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব ব্যবহারিক বুদ্ধি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদন্ড স্বরূপ, এবং সেই বুদ্ধির বিশুদ্ধ অর্থাৎ অভিজ্ঞতা, আবেগ নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক। কান্ট কর্তব্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এক প্রকার নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা নিঃশর্ত আদেশের কথা উল্লেখ করেন। উল্লেখিত এই নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা নির্দেশ Categorical Imperative নামে পরিচিত। কান্ট মনে করেছেন, এই নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ পালন করার পশ্চাতে রয়েছে, মানুষের শুভ বুদ্ধি প্রসূত সৎ-সঙ্কল্প বা Good will, যার বলে মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তন, ভাবাবেগ, কামনা–বাসনা, উপযোগীতাকে উপেক্ষা করে বিশুদ্ধ প্রায়োগিক বুদ্ধির সাহায্যে নিঃশর্ত অনুজ্ঞা পালনে ব্রতী হয়ে, যথার্থ রূপে নৈতিক মননশীল হয়ে ওঠে। কান্ট বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানুষকেই নৈতিক কর্তারূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কান্ট আবেগ, স্নেহ,

ভালোবাসা, দরদ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিগুলিকে অস্বীকার না করলেও নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে এদের গুরুত্ব স্বীকার করেননি।

মার্কিন আইনবিদ তথা রাজনৈতিক দার্শনিক জন রলস-এর মতানুসারে, ন্যায়নিষ্ঠ হওয়ার একমাত্র পন্থা হল যুক্তিপরায়ণতা। রলস (১৯২১-২০০২) যে আদর্শ নৈতিক সমাজের কথা বলেছেন, সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার থাকা বাঞ্চনীয়। তিনি যথার্থ নৈতিকতার মানদন্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক সূত্র বা ভিন্ন নীতির অবতারণা করেন। প্রথম নীতি অনুসারে, সমমানের মৌলিক স্বাধীনতার (equal basic liberty) পূর্ণ এবং পর্যাপ্ত ব্যবস্থার প্রতি সকল ব্যক্তির সমান ও স্থায়ী অধিকার থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয় নীতি অনুসারে, সমাজের উদ্‌বৃত্তকে এমন ভাবে বন্টন করতে হবে যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করে সকলের মঙ্গল সাধন করা সম্ভবপর হয়। এছাড়াও যেসকল পদ অসম সুবিধা প্রদান করে, সেই সকল পদ অর্জন করার প্রতিযোগিতাকে, সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির অংশগ্রহণের জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। এই দুই প্রকার নীতির সাহায্যেই একটি যথার্থ সামাজিক পরিকাঠামো নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। উক্ত নীতিগুলির নির্ধারণ প্রসঙ্গে বৌদ্ধিকতা আবশ্যিক। বৌদ্ধিক এবং যৌক্তিক মানুষ, উক্তপ্রকার নীতি অনুসরণ করে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ, বিমূর্ত নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে। প্রতিটি ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ভিন্ন। স্বভাবতই তাদের প্রত্যেকের প্রত্যাশাও ভিন্ন। এবারে প্রশ্ন হল, সমাজে এত প্রকার ভিন্নতা সত্ত্বেও কীভাবে নির্দিষ্ট, নিরপেক্ষ নীতি নির্ধারণ করা হবে। রলস এই নীতিগুলিকে পক্ষপাতমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে, একপ্রকার অজ্ঞতার আবরণ (Veil of Ignorance) এর উল্লেখ করেন, যার সাহায্যে প্রত্যেক ব্যক্তি সকল প্রকার সাপেক্ষতা, প্রাসঙ্গিকতা ছাপিয়ে যেতে সমর্থ হবে। এর মাধ্যমে প্রত্যেক নৈতিক কর্তা নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থান, শ্রেণী, যোগ্যতা, শুভ-অশুভের ধারণা, মানসিক প্রবৃত্তি প্রভৃতি সকল প্রকার ব্যক্তিনিষ্ঠ বিষয়কে আবরিত করে রাখবে এবং সকল প্রকার মূর্ত চিন্তন, সাপেক্ষ ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে গিয়ে

পক্ষপাতরহিত, বিমূর্ত যথার্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। সুতরাং নৈতিক কর্তার আদি অবস্থানটি (Original Position) হবে নিরপেক্ষ, পক্ষপাত মুক্ত। বৌদ্ধিকতা এবং যুক্তি রলসের তত্ত্বে এমনভাবে শীর্ষস্থান পেয়েছে, যেন যা কিছু যৌক্তিক নয় তাই অনৈতিক। যুগে যুগে দার্শনিকগণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিকে, নৈতিক বিধি ও নীতির বৈধকরণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। রলসও ন্যায্যতার প্রসঙ্গে এই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন।

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে পক্ষপাতরাহিত্যের অবস্থান বিচারের প্রয়াস করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে জৈবিক পার্থক্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌনভেদ বর্তমান। কিন্তু আমাদের সমাজ এই যৌনভেদকে, এক প্রকার লিঙ্গ প্রভেদের আকার প্রদান করে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেক সমাজই আদর্শ নারী ও পুরুষের ধারণা অনুসারে, তাদের যোগ্য গুনাবলী এবং আচরণ নির্ধারণ করে। সাধারণত অধিকাংশ সমাজে পুরুষকে দৃঢ়, সাহসী, আক্রমণাত্মক প্রভৃতি গুণের অধিকারী রূপে উপস্থাপন করা হয়। অপরদিকে নারীকে চিহ্নিত করা হয় ত্যাগ, মমত্ব, যত্নপরায়ণতা, বিনয় প্রভৃতি গুণের অধিকারীরূপে। নারী ও পুরুষের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার প্রত্যাশা করে, তাদের ওপর পৃথক পৃথক লিঙ্গ ধর্ম আরোপ করা হয়। নারী ও পুরুষের যৌনপার্থক্যের উপর ভিত্তি করে, সমাজে যে লিঙ্গ-পার্থক্যের নির্মাণ করা হয়, সেই পার্থক্যের ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে এক প্রকার বৈষম্যের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। এরূপ বৈষম্যের ফলস্বরূপ, পুরুষের গুনাবলি গুলিকে সর্বদা অধিক মূল্যের অধিকারীরূপে এবং নারীর গুণাবলীগুলিকে, পুরুষের অপেক্ষা দুর্বল রূপে প্রতিপন্ন করা হয়। সুতরাং বলাবাহুল্য, সমাজ দ্বারা সৃজিত এইরূপ বৈষম্যের শিকার হয় নারী। অতএব মানুষের যৌন পরিচয় জৈবিক ভাবে নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও নারী-পুরুষের নির্দিষ্ট লিঙ্গ পরিচয় সামাজিক ভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য ও নারীকে বশ্যতার অধীনে রাখার যে প্রয়াস, তারই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা রূপ হল 'পিতৃতন্ত্র'। এই পিতৃতন্ত্র কোনও একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শ বা প্রক্রিয়া নয়। এইরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন পর্যায়ে, লিঙ্গ প্রভেদ সৃষ্টি করে, নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য কায়েম করা হয়ে এসেছে। নারীবাদ হল, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর এই প্রকার অবদমিত অবস্থান সম্পর্কে মানব জাতিকে সচেতন করার একটি প্রয়াস। আপাত দৃষ্টিতে অনেকে মনে করেন, পুরুষ প্রাধান্যের পরিবর্তে, নারীর প্রাধান্য স্থাপন করাই বোধহয় নারীবাদের আকাঙ্ক্ষা। বাস্তবে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। নারীবাদের যথার্থ লক্ষ্য হলো, সমাজে ব্যক্তিসত্তার স্বমূল্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটানো। নারীবাদের আদর্শকে অবলম্বন করে, নারী তথা সমাজের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত, অবহেলিত, পীড়িত, অবদমিত ও প্রান্তিক মানুষের উত্তরণ ঘটাতেই নারীবাদীরা প্রচেষ্ট। নারীবাদের বিবিধ বক্তব্য গুলির মধ্যে, এই গবেষণা পত্রে মূলত যেদিকে আলোকপাত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তা হল নীতিদর্শনের ক্ষেত্রে নারীবাদী অবস্থান কিরূপ।

বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে, মূলস্রোতের দর্শনের একাধিক প্রতিষ্ঠিত ধারণাকে নারীবাদীরা লিঙ্গ প্রেক্ষিতে বিচার করতে শুরু করেন। তাঁরা মনে করেন, ধ্রুপদী নৈতিকতার আদর্শ গুলি নারীর নৈতিক সামর্থ্যের অবমূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় এগুলির গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে বিচার মূলক আলোচনা প্রয়োজন। ধ্রুপদী নীতিদর্শনে নারী তথা নারীর নৈতিক ভাবনাকে নানাভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে কিভাবে নারীর নৈতিক মননের উপর মূলস্রোতের নীতিদর্শন, পুংকেন্দ্রিকতা প্রতিষ্ঠা করেছে সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন নারীবাদী নীতি-তাত্ত্বিকগণ।

মূলস্রোতের নৈতিকতায় আবেগ তথা মূর্ত চিন্তনকে অগ্রাহ্য করে, নৈতিক যৌক্তিকতা এবং বিমূর্তিকরণকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর এই বিমূর্তিকরণ এবং নিরপেক্ষতার প্রভাবেই, নারী

সম্পর্কীয় আলোচনা মূলস্রোতের পরিধি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। নারীবাদীরা দাবি করেন, নিরপেক্ষ মানবতার আড়ালে, নারীর যাপন অভিজ্ঞতা, নৈতিক মনন এবং তার জীবন বিষয়ক নৈতিক সমস্যা গুলি, ধ্রুপদী নীতিদর্শন অবহেলা এবং অবজ্ঞা করেছে। পুরুষালী আদর্শ, নৈতিকবোধ, মানদণ্ড, চিন্তন প্রভৃতি বিষয়গুলি নামান্তরে, নিরপেক্ষ মানব-আদর্শ রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে মূলস্রোতের তাত্ত্বিক দর্শনে। ধ্রুপদী নৈতিকতায় নিরপেক্ষতার আদর্শকে যেভাবে, যথার্থ নৈতিক মননের মানদন্ডরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিকরা সোচ্চার হয়েছেন। মুলস্রোত দ্বারা প্রস্তাবিত নিরপেক্ষতা আদোপে পুরুষ পক্ষপাতের নামান্তর। নীতিবিদ্যায়, নারীর মনন শক্তির অবমাননার অবসান ঘটানোর স্বার্থে, নারীবাদীরা যে যে বিকল্প নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো দরদী নীতিবিদ্যা। এই দরদী নীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, **ক্যারল গিলিগান** এবং **নেল নডীংস্**। এছাড়াও **ভার্জিনিয়া হেল্ড**, **সারা রুডিক**, **ইভা ফিডার কিটে** প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য। নারীবাদীরা মনে করেন, মানুষ সম্পর্কের বাঁধনে আবদ্ধ, সে কখনোই বিচ্ছিন্ন হয়ে অবস্থান করতে পারে না। বাস্তব জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন কখনোই নিরপেক্ষতা, সার্বজনীনতা, বিমূর্ততা প্রভৃতির মাধ্যমে সম্ভবপর নয়। দরদী নীতিবীক্ষায় তাত্ত্বিক স্তরে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, ব্যক্তি সাপেক্ষ ভাবনা ও পরিস্থিতি সাপেক্ষতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দরদী নৈতিকতায় যে নৈতিক স্বরের কথা উল্লেখ করা হয়, সেই স্বর সম্পর্কিত সত্তার কথা বলে।

ধ্রুপদী নীতিশাস্ত্রে যথার্থ নৈতিক চিন্তনের মানদন্ডরূপে নিরপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা করার যে প্রবণতা বর্তমান, তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে মেরিলিন **ফ্রিডম্যানের** বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি মনে করেন নিদেনপক্ষে দুই ভাবে এই নিরপেক্ষতার আদর্শটি, নারীর নৈতিক সক্ষমতার অবমূল্যায়ন ঘটায়। প্রথমত, নিরপেক্ষতার আদর্শের অধীনত নীতিতত্ত্বগুলি, সর্বদা নৈতিক আবেগ বা অনুভূতির তুলনায়,

নৈতিক বৌদ্ধিকতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ বহু যুগ ধরেই বাধাধরা গতিতে, নারীকে অধিক আবেগপ্রবণ এবং পুরুষের তুলনায় কম বৌদ্ধিক বা যৌক্তিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই প্রকার তত্ত্বানুসারে, বিষয়গত স্বার্থের প্রতি পক্ষপাতমুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। সুতরাং প্রেক্ষিতনিরপেক্ষতা দাবি করে, নৈতিক কর্তাকে বৌদ্ধিক হতে হবে এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত আনুগত্য, পরিকল্পনা ও আবেগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। কিন্তু ফ্রিডম্যান মনে করেন এই প্রকারের বিচ্ছিন্নতা, নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক। ঘনিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলি যথার্থভাবে লালন করার জন্য প্রয়োজন মানসিক সংযুক্তি, প্রয়োজন প্রতিশ্রুতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া, ভালোবাসার মানুষটির বিশেষত্বের প্রতি দায়িত্ববান হওয়া। সুতরাং প্রত্যেকের প্রাথমিক নৈতিক প্রেরণা হিসেবে, প্রিয়জনের মঙ্গল সাধনের প্রতি উদ্বেগ বা চিন্তাকেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এইপ্রকার নিরপেক্ষতার সমালোচক নারীবাদীরা মূলত দুটি প্রশ্নের উত্থাপন করেন, এক- নৈতিক বিচারের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে, কর্তার নিরপেক্ষ অবস্থান কি আবশ্যিক শর্ত? দুই- নাকি নৈতিক যৌক্তিকতা অর্জনের জন্য নিরপেক্ষতার এই আদর্শটি একটি পর্যাপ্ত শর্ত?

এক্ষেত্রে নারীবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কিছু কিছু নারীবাদী মনে করেন, নৈতিক কর্তার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করা প্রয়োজনীয়, হয়তো বা আবশ্যিক। কিন্তু নৈতিকতার প্রেক্ষিতে এটিকে কখনোই পর্যাপ্ত শর্তরূপে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে অধিকাংশ নারীবাদীরাই মনে করেন, এই পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটি বাস্তবে ব্যবহার অনুপযোগী। সম্পূর্ণ পক্ষপাতরহিত অবস্থান গ্রহণ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। কোন মানুষের চিন্তন, ভাবনা কখনোই তার আর্থ-সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে উঠতে পারে না।

নিরপেক্ষ চিন্তনের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণযোগ্যতার উপর ভরসা করা হয়ে থাকে। কিন্তু ফ্রিডম্যান-এর মতে, এইপ্রকার সাধারণীকরণ এর মাধ্যমে আদপে নিরপেক্ষতার মোড়কে আবৃত পক্ষপাতকে আড়াল করার প্রচেষ্টা করা হয়। তথাকথিত নিরপেক্ষ বৌদ্ধিকতা উক্তপ্রকার পক্ষপাতকে নির্মূল করতে অক্ষম। অপরকে উপলব্ধি এবং তার অভিজ্ঞতাকে বোধ করা হল একটি বিশেষ পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তি সাংস্কৃতিকভাবে প্রাপ্ত নৈতিক প্রতিচ্ছবি এবং ধারণাগুলি বহন করে নিয়ে চলে। এইরূপ নিরপেক্ষ বৌদ্ধিক প্রস্তাবনার মাধ্যমে সমাজের প্রভাবশালী মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। আর সমাজের প্রান্তিক, অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষদের পরিচয়, দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভ্রান্তরূপে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। প্রতিটি সমাজিক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তির অন্তর্গত যেসকল পক্ষপাতগুলি গ্রথিত রয়েছে, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির নিকট স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। ফ্রিডম্যান-এর মতে, একজন যথার্থ নৈতিক কর্তা চিন্তনশীল এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে, নিরপেক্ষ নৈতিক চিন্তনের মোড়কে আবৃত গোষ্ঠী ভিত্তিক পক্ষপাতকে চিহ্নিত করতে পারেন এবং তার সংশোধন করতে সমর্থ হন।

ফ্রিডম্যান মনে করেন, ধ্রুপদী নীতিদর্শনে জগতকে দেখার একমুখী দৃষ্টিভঙ্গী দেওয়া হয়। নিরপেক্ষতার আদর্শের মুখোশের আড়ালে বাস্তবত পক্ষপাত করা হয়েছে। মানুষ মাত্রই বৌদ্ধিকতার দ্বারা চালিত হয়ে যথার্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সকল প্রকার ভাবাবেগ, সাপেক্ষ চিন্তনকে উপেক্ষা করবে– এরূপ দাবী করার অর্থই পক্ষপাত করা। প্রত্যেক ব্যক্তির বিশিষ্টতাকে, বিভিন্নতাকে, বৈচিত্র্যতাকে অবজ্ঞা করে, মূলস্রোতের নৈতিকতায় মানুষের উপর পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে, বোঝাস্বরূপ এই নিরপেক্ষতার আদর্শকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্রিডম্যান-এর মতে, প্রত্যেক নৈতিক কর্তার নৈতিক চিন্তন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, অথচ ধ্রুপদী নৈতিকতায়

বিভিন্ন প্রকার মানুষের নৈতিক বিচারের ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করে, ব্যক্তির জটিল চিন্তন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ করা হয়।

এরপরে অপর একজন নারীবাদী আইরিশ ইয়ং-এর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। মূলস্রোতের তত্ত্ব গুলিতে নিরপেক্ষতার আদর্শকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে কিভাবে পক্ষপাত করা হয়ে থাকে, সেই বিষয়ে আলোকপাত করেন ইয়ং। তাঁর মতে নীতিতত্ত্বে নিরপেক্ষতাকে যথার্থ মানদন্ডরূপে গ্রাহ্য করার উদ্দেশ্য হল– সাম্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল প্রকার ভিন্নতাকে দূরীভূত করা। কিন্তু বাস্তবে এই নিরপেক্ষতার ধারণাটি একটি দ্বিকোটিক বিভাজনের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে বৌদ্ধিকতা ও আবেগের মধ্যে, বর্হিজগত ও অভ্যন্তরীণ জগতের মধ্যে এবং সর্বপরী সামান্য ও বিশেষের মধ্যে এক প্রকার বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইয়ং মনে করেন, পক্ষপাতরাহিত্যের এই ধারণাটি কিছু আদর্শগত ভূমিকা পালন করলেও বাস্তবে এই ধারণার প্রয়োগ অসম্ভব এবং অনাবশ্যক। তাঁর মতে, সমাজের কেন্দ্রে অবস্থিত, ক্ষমতা সম্পন্ন শ্রেণীর মানুষ এরূপ সার্বিক, নিরপেক্ষতার দাবী করে নিজেদের একপাক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী বলে প্রতিষ্ঠা করে এসেছে। আর সেই তথাকথিত নিরপেক্ষতার আদর্শের মাধ্যমে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উচ্চ-নীচ স্তরভেদ যুক্ত পরিকাঠামো সুদৃঢ় হয়েছে। এই নিরপেক্ষতার আদর্শের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃতি অথবা তার নৈতিক মনস্তত্ত্বের বিষয়গত পূর্বানুমান করা হয়েছে। অতএব বলা যায় যে, মানুষের চারিত্রিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশেষতাকে অগ্রাহ্য করে, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সার্বিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয় মূলস্রোতের নীতিবিদ্যায়।

মূলস্রোতের নৈতিক কাঠামোতে সমাজের ঊর্ধ্বতন মানুষের বুদ্ধিবিচার ও তথাকথিত পুরুষালী গুণযুক্ত ব্যক্তিদের যাপিত অভিজ্ঞতাকে স্বাভাবিক ও নিরপেক্ষরূপে ধার্য করে, প্রান্তিক মানুষের যাপিত অভিজ্ঞতার অবমূল্যায়ন এবং অবহেলা করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ইয়ং-এর মতে, ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বগুলিতে নিরপেক্ষতার ধারণাকে অবাস্তব ও অসম্ভব কিছু কার্যকারিতার

মুখোশে আবৃত করে, প্রেক্ষিত বিষয়ক সচেতনতাকে হেয় করা হয়। অথচ এই প্রেক্ষিত বিষয়ে সচেতনতা, যথার্থ নৈতিক তত্ত্বে থাকা অত্যন্ত জরুরী। তাঁর মতে ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে নিরপেক্ষতার আদর্শের ভিত্তিতে যেরূপ আকারগত প্রাকল্পিক তত্ত্ব গঠন করা হয়েছে, সেরূপ কাল্পনিক চুক্তি না করে, এমন একটি বাস্তব নৈতিক কাঠামো প্রস্তুত করতে হবে, যে পরিকাঠামোয় প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইয়ং যে নৈতিক পরিকাঠামোর উল্লেখ করেছেন সেখানে, একই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির স্বরের ভিন্নতাকে মর্যাদা দেওয়া হবে।

নারীবাদী নীতিতাত্ত্বিক এলিজাবেথ কিস্ মনে করেন, মানুষের বৌদ্ধিক নীতি গঠনের ক্ষমতার মতো অপরের সাথে সম্পর্কিত থাকা, সংবেদনশীল হওয়া, অপরের অবস্থা বোঝার সামর্থ্য ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বে, বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন, স্বাধীন, স্বতন্ত্র্য, স্বাস্থ্যবান, পরিণত মানবকে সূত্রস্থল রূপে বিবেচনা করা হয়; অথচ নির্ভরতা, পারস্পরিক আদান প্রদান, সম্পর্কিত থাকা, পরমুখাপেক্ষীতা, শারীরিক অসামর্থ্যতা – প্রভৃতি মানব জীবনের সাধারণ সত্য। সুতরাং নৈতিকতার প্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলিকে অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

নীতিতত্ত্বে বিমূর্ততার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের অর্থ হল, মানব জীবনের বৈচিত্র এবং অভিজ্ঞতাগুলির বিভিন্নতার প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করা। তাই কিস্ মনে করেন, যথার্থ নৈতিক প্রকল্পে, নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে 'Bottom-up approach' নেওয়া প্রয়োজন। নৈতিক তত্ত্ব গঠনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা, বিমূর্ততার প্রয়োজনীয়তাকে কিস্ সম্পূর্ণরূপে খারিজ করেননি। তবে তিনি মনে করেন একটি নীতিতত্ত্বে সাম্যের খাতিরে, বৈষম্যকে প্রতিহত করার আদর্শে সমাজে ক্ষমতা ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত, প্রান্তিক ব্যক্তিদের যাপন অভিজ্ঞতার বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

এই গবেষণা সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে দরদী নৈতিকতার আঙ্গিকে পক্ষপাতরাহিত্য বিষয়ে একটি বিচারমূলক আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত কান্ট ও রলসের তত্ত্বের পুনর্পাঠ উপস্থাপনের প্রয়াস হয়েছে। যেসকল নারীবাদী দার্শনিক দরদী নীতিশাস্ত্রকে, ধ্রুপদী নীতিতত্ত্বসমূহ যথা- কর্তব্যবাদ, উপযোগবাদ প্রভৃতির একটি দৃঢ় এবং বিকল্প সম্ভাবনা রূপে ব্যাখ্যা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- ভার্জিনিয়া হেল্ড। হেল্ড দরদকে মূল্য এবং চর্চা এই উভয় অর্থেই বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, দরদ একটি সদ্ গুণ এবং এটির অনুশীলন করা জরুরী। দরদী নীতিবিদ্যায়, নৈতিক আবেগ যথা- সহানুভূতি, সহমর্মিতা সংবেদনশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রভৃতির যথার্থ মূল্য রয়েছে। ভার্জিনিয়া হেল্ড মনে করেন, ধ্রুপদী নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বগুলি, বিশেষত কান্টের নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্ব, আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাপেক্ষতাকে ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ। দরদী নীতিবিক্ষায় ব্যক্তির পরিজন-বান্ধবের প্রতি, তার দরদী আচরণকে নৈতিকতার প্রেক্ষিতে মূল্য দেওয়া হয়। অথচ কান্টীয় নীতিতত্ত্বে উক্ত প্রকার ক্রিয়ার কোন নৈতিক মূল্য নেই, কারণ কান্ট সর্বদা পক্ষপাতরাহিত্যের দাবি করেছেন। হেল্ড-এর মতে তথাকথিত নিরপেক্ষ নৈতিক তত্ত্বগুলি যথা- কান্ট, রলসের নীতিতত্ত্বগুলি অপর্যাপ্ত। কারণ এই সকল তত্ত্বে বিমূর্ততা এবং নিরপেক্ষতাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে ব্যক্তি জীবনের মূর্ত পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করা হয়। উক্ত প্রকার তত্ত্বগুলি প্রত্যেক মানুষের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি সাপেক্ষ সমস্যাগুলির প্রতি অবিদিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কান্ট অনুগামী দার্শনিক মারসিয়া ব্যারন, হেল্ডের এই দাবিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ব্যারন মনে করেন, নিরপেক্ষ নৈতিক তত্ত্বগুলির দুটি স্তর বা পর্যায় বর্তমান। যথা- মুখ্য স্তরের নৈতিকতা এবং গৌণ স্তরের নৈতিকতা। সমাজের মুখ্য স্তরের নৈতিকতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন ন্যায়নীতি গঠন এবং পালনকে। আর গৌণ স্তরের নৈতিকতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন স্বতন্ত্র ক্রিয়াকে (individual actions)। মুখ্য স্তরের নৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনপেক্ষতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু নিম্ন স্তরের নৈতিকতার ক্ষেত্রে

সাপেক্ষতাকে অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই। নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বগুলিতেও, নিম্ন স্তরের নৈতিকতা অর্থাৎ ব্যক্তির স্বতন্ত্র, ব্যক্তিগত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাপেক্ষতার স্থান স্বীকৃত হয়েছে বলে ব্যারন মনে করেন। যথার্থ নৈতিক নীতি গঠন এবং যথাযথ ভাবে সেগুলির পালনের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা কাম্য। কিন্তু ব্যক্তিগত কার্যের ক্ষেত্রে, নিজের পরিবার, পরিজন বা বন্ধুর প্রতি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, সাপেক্ষতাকে জায়গা দেওয়াই যায়। হেল্ড, ব্যারনের উক্তপ্রকার ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছেন। কারণ হেল্ডের মতে, একাধারে নিরপেক্ষ নৈতিক বিধি পালনের প্রতি দায়বদ্ধতা, অপরদিকে প্রিয়জনের প্রতি দরদী আচরণের অভিপ্রায়- উভয়ের মধ্যে যদি বিরোধ সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই দ্বন্দ্ব নিরসনের উপায় ব্যারনের ব্যাখ্যায় অস্পষ্ট। তাই ভার্জিনিয়া হেল্ড দাবি করেন, যদি আমাদের নীতিতত্ত্বগুলিতে নিরপেক্ষ নীতি প্রাধান্য পায়, তাহলে ব্যক্তিকে যাপিত জগতেও সেই নিরপেক্ষতার দ্বারাই চালিত হতে হবে। নৈতিক নীতির ক্ষেত্রে অনপেক্ষতাকে প্রতিষ্ঠা করা হলে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও সেই অনপেক্ষতাকে বজায় রাখতে হবে, সেইক্ষেত্রে সাপেক্ষতাকে স্থান দেওয়া যাবে না। নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বগুলি আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রতিবন্ধক। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড়তা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়। আর যদিও বা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে অনুমোদন দেওয়া হয়, সম্পর্কিত সেই বিশেষ অপরের প্রতি ব্যক্তি যেন কোনভাবেই অধিক হিতসাধক আচরণ না করে, সেই দিকে সতর্ক করা হয় বারংবার। এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে হেল্ড একটি উদাহরণের উল্লেখ করেন। ধরা যাক্, বিশেষ গুণসম্পন্ন এক ব্যক্তি যিনি পেশাগতভাবে একজন শিক্ষক, তিনি আবার এক শিশুর পিতাও। উক্ত ব্যক্তি, বিশেষরূপে সক্ষম শিশুদের প্রতি অধিক মনোযোগ জ্ঞাপনের দক্ষতাসম্পন্ন হওয়ায়, শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর যেমন দায়িত্ব আছে, একইভাবে শিশুর পিতারূপে সন্তানের প্রতিও তাঁর কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে। এমতাবস্থায় নিজের সন্তানের সঙ্গে বেশী সময় অতিবাহিত করা নৈতিক, নাকি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অধিক শ্রম ও সময় ব্যায় করা নৈতিক?- কোন কর্তব্যটি তাঁর যথার্থ এই বিষয়ে ব্যক্তিমনে

দ্বন্দ্বের উদ্রেক হতে পারে। এইরূপ পরিস্থিতিতে হেল্ড মনে করেছেন, উক্ত ব্যক্তি যদি কান্টের নীতিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত নিরপেক্ষ বৌদ্ধিকতাকে ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে নিশ্চিতরূপে তিনি তার ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অধিক সময় ব্যয় করাকে সঠিক বলে বিচার করবেন। কান্টের নীতিতত্ত্বের নিরপেক্ষ নীতিগুলি ব্যক্তিকে পরামর্শ দেয়, প্রত্যেকের প্রতি সমান আচরণ করতে। এমনকি এক্ষেত্রে নিজের সন্তানের প্রতিও কোনরূপ পক্ষপাত, বিশেষ আচরণ বা অধিক গুরুত্ব প্রদান করা অনুমোদনযোগ্য নয়। যদি কোন ব্যক্তির, পেশাগতদিকে বিশেষ কোন দক্ষতা থাকে, তাহলে তার উচিত হবে সেই দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেককে সমানভাবে সাহায্য করা। যথা- একজন শিক্ষক নিজের সন্তানের প্রতি কোনরূপ অতিরিক্ত আনুকুল্য (favour) দেখাতে পারেন না, যদি সেই সন্তানটি ব্যক্তির ছাত্রদের মধ্যেই একজন হয়। সুতরাং হেল্ডের মতে, কান্টীয় নীতিতত্ত্ব অনুসরণ করলে উক্ত ব্যক্তির কাছে নিজের সন্তানের তুলনায়, ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বেশী সময় অতিবাহিত করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হবে। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, নিরপেক্ষ নীতিতত্ত্বগুলির প্রারম্ভ হয়েছে পক্ষপাতরহিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। অপরদিকে, দরদী নীতিবিদ্যা গড়ে উঠেছে সম্পর্ক এবং দরদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। নডিংস্ বলেছেন, প্রায় প্রত্যেকেই আমরা কোন না কোনভাবে, কখনো না কখনো অপরের দরদী আচরণের দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকি। এটি অবশ্য স্বীকার্য যে দরদের একটি মৌলিক এবং অপরিহার্য মূল্য বর্তমান। প্রত্যেকের বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রেই কোন না কোন ব্যক্তির দরদী মনোভাব বা আচরণের অবদান নিশ্চিতরূপে উপস্থিত। দরদী নীতিবিদ্যার সূচনা হয়, নির্দিষ্ট বা বিশেষ অপরের (Particular others), নৈতিক দাবি থেকে। যত্নশীল আচরণ করা এবং অপরের প্রতি মরমী মনোভাবাপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে, কোন নিরপেক্ষ নৈতিক নিয়মের অনিবার্যতা থাকেনা। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় অপরের প্রতি উদ্বেগের, প্রয়োজন হয় অপরের সমস্যা-প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করার। সুতরাং দরদী নীতিবীক্ষায়, নিরপেক্ষ নৈতিক অনুশাসনের দ্বারা চালিত হওয়ার পরিবর্তে, অপরের প্রয়োজনীয়তা এবং

উদ্বেগকে মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করে, কার্য সম্পাদন করার কথা বলা হয়। এবারে হেল্ড মনে করছেন, উক্ত শিক্ষক পিতার পরিস্থিতির উদাহরণটিকে যদি দরদী নীতিতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে একটি ভিন্ন সমাধান আসবে। উক্ত প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, একজন পিতার সঙ্গে তার সন্তানের সম্পর্ক অমূল্য। পিতা-সন্তানের সম্পর্কের অন্তর্গত অনুরাগ, আস্থা, আনুগত্য, বিশ্বাস প্রভৃতিগুলি উপলব্ধি করার পর, সেই ব্যক্তির মনে হতে পারে তিনি অপর কোনো প্রকার বিবেচনার অধীনস্থ না হয়ে, যথা- তার পেশাগত দক্ষতাগুলি অভ্যাস করার পরিবর্তে, তিনি তার সন্তানের জন্য পর্যাপ্ত সময় অতিবাহিত করবেন। পেশাক্ষেত্রের অতিরিক্ত ক্রিয়াগুলি থেকে নিজেকে বিরত রেখে, সন্তানকে বিশ্বাস, আস্থা, উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা যোগাতে সাহায্য করবেন, যাতে সেই সন্তানের একজন যথার্থ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পথটি সুগম ও মসৃণ হয়। কোন ব্যক্তি যদি সকলকে সমানভাবে সাহায্য করার পরিবর্তে, স্বপরিবার এবং বান্ধব পরিজনকেই সাহায্য করতে উৎসাহী হন, তাহলে সেটি দরদী নীতিবিদ্যার প্রেক্ষিতে অননুমোদনীয় নয়।

হেল্ডের মতে নিরপেক্ষ তত্ত্ব এবং দরদী নীতিতত্ত্বের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন অবস্থান থেকে তত্ত্বের মূল্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই উভয়প্রকার তত্ত্বের মৌলিক পার্থক্যটি হল– দরদী নীতিতত্ত্বের মূল্যের উৎস হল, নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষ এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক। অপরদিকে পক্ষপাতরহিত তত্ত্বাবলীর মূল্যের উৎস হল, সাধারণ ন্যায্যতার নীতি সমূহ। কান্ট তথা নিরপেক্ষতাবাদীদের জন্য নিজের পিতাকে শ্রদ্ধা করার কারণ হল, প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য তার মাতা-পিতাকে সম্মান করা। আবার সাপেক্ষতাবাদী তথা দরদী নীতিবিদগণ মনে করেন, একজন সন্তান তার মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা করে কারণ, ব্যক্তির ছোট থেকে বেড়ে ওঠার পেছনে তার মাতা-পিতার অজস্র, অনস্বীকার্য অবদান উপস্থিত। এক্ষেত্রে অপর কোন সন্তান তার পিতাকে সম্মান করে কিনা, এই বিষয়টি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। কোনও ব্যক্তির পক্ষে তার মাতা-পিতাকে শ্রদ্ধা করা

বা না করার একমাত্র ভিত্তি হবে, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক। কোন মাতা-পিতা যদি তাদের সন্তানের প্রতি দিনের পর দিন অবমাননাকর আচরণ করে থাকেন, তাকে অবহেলা ও বঞ্চনা করে থাকেন, তাহলে সেক্ষেত্রে এরূপ তিক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে সেই সন্তান যদি তার অভিভাবকদের অশ্রদ্ধা করে থাকে তাহলে সেইরূপ আচরণ হয়ত দোষের নয়। এক্ষেত্রে দুটি ব্যক্তির পারস্পরিক নির্দিষ্ট সম্পর্কের প্রতি মূল আলোকপাত করার কথা বলা হয়।

উদারপন্থী নারীবাদী তথা রাজনৈতিক দার্শনিক সুসান ওকিন (১৯৪৬-২০০৪), রলস-এর নীতিতত্ত্বের সমালোচনা করেন। রলস-এর বক্তব্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেও ওকিন মনে করেছেন, রলস পরিবারকে নৈতিক মননের পরিণতি প্রাপ্তির প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানরূপে চিহ্নিত করা সত্ত্বেও, পরিবারের অভ্যন্তরীণ জগতে উপস্থিত ক্ষমতার বৈষম্য, নারীর প্রতিবন্ধকতা, সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি বিষয়গুলিতে আলোকপাত করেননি। ওকীনের মতে তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক পরিসরে রলসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল- রলসীয় পরিভাষায় 'আদি অবস্থান' বা 'মূল অবস্থান' (Original Position)। এই আদি বা মূল অবস্থানে অবস্থিত হয়ে চিন্তন করা এমন একটি দার্শনিক যৌক্তিক পদ্ধতি যার উদ্দেশ্য, ন্যায্যতার একটি যথাযথ অর্থ ও বিশেষরূপ উন্মোচিত করা। এই আদি অবস্থানের মাধ্যমে রলস ন্যায্যতার ব্যাখ্যাপূর্বক তার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যত হয়েছেন। উনবিংশ শতকের আশির দশকের বহু নারীবাদী, রলসের এই মূল অবস্থান বিষয়ক চিন্তন পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন। কিছু নারীবাদী দাবি করেন এই পদ্ধতির মাধ্যমে মানব স্বভাব প্রসঙ্গে অসমর্থনীয় অহংসর্বস্ব অনুমান বা পূর্ব শর্ত জ্ঞাপন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মানব প্রকৃতিকে অহংকেন্দ্রিক রূপে তুলে ধরার প্রবণতা স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু নারীবাদী ব্যাখ্যায়, এই মূল অবস্থানের ভাবনার সঙ্গে বাস্তবে মানুষের চরিত্র বা স্বরূপের সাদৃশ্য অত্যন্ত নিমিত্ত। একটি যথার্থ নৈতিক সমাজ বিষয়ে চিন্তিত বা সচেতন মানুষের প্রকৃতি প্রসঙ্গে এইরূপ অনর্থক পূর্বানুমান হেতু মূল বা আদি অবস্থানকে নারীবাদী বিভ্রান্তিকর মনে করেন। কিছু

কিছু নারীবাদী বলেন রলসের নৈতিক ঐতিহ্য বা প্রথায় কেবল অধিকার ও অনুশাসন প্রাধান্য পেয়েছে। অপর একদল নারীবাদী মনে করেন, রলস পক্ষপাতরাহিত্য এবং সর্বজনীনতা বিষয়ে মাত্রাতিরিক্ত আচ্ছন্ন থাকার দরুন অপরের বিশিষ্টতা এবং ভিন্নতার প্রতি যথার্থ মর্যাদা জ্ঞাপনে ব্যর্থ হয়েছেন। ওকিন লক্ষ্য করেন, রলসের নৈতিক তত্ত্বের প্রতি নারীবাদী আপত্তিগুলির মূল কারণ হল- বিমূর্ত বৌদ্ধিকতার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপবশত রলস ব্যক্তির অনুভূতি, উদ্বেগ, আবেগের নৈতিক তাৎপর্যকে উপেক্ষা করেছেন। পক্ষপাতরাহিত্য এবং সর্বজনীনতা বিষয়ে অধিক চিন্তিত হয়ে তিনি অপরতা ও ভিন্নতার প্রতি যথার্থ মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। ওকিন, রলস-এর মূল অবস্থানের ব্যাখ্যাকে সংশোধন এবং পরিমার্জনের দ্বারা এটিকে একটি নতুন স্বচ্ছতা দিয়েছেন। ওকিন বিশেষভাবে রলসীয় তত্ত্বের পরিবার প্রধানের পূর্ব শর্তটিকে বাতিল করেছেন। ওকিন তথা অপর অনেক নারীবাদী মনে করেন পরিবার হল- কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। অনপেক্ষ, ন্যায্য সামাজিক পরিকাঠামো প্রস্তুত করাই যদি ধ্রুপদী নীতি দার্শনিকের কাঙ্খিত হয়ে থাকে, তাহলে পরিবারের অভ্যন্তরীন সমস্যা, বৈষম্য, ক্ষমতার অসম বন্টন প্রভৃতি বিষয়গুলিকেও নৈতিকতার প্রেক্ষিতে গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক। রলস তথা মূলস্রোতের সিংহভাগ তত্ত্ব কাঠামোয় পরিবারের অন্দরমহলে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব, বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলাকে কখনোই নৈতিকতার প্রেক্ষিতে চিহ্নিত করা হয়নি। সুতরাং বলা যেতেই পারে, লিঙ্গ-সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রলস সম্ভবত সচেতন ছিলেন না। তাই যাপন অভিজ্ঞতা ও প্রেক্ষিত-সচেতনতাকে চিহ্নিত না করে তিনি পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শকে গ্রহণ করেছেন এবং বৌদ্ধিকভাবে নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলেছেন। অতএব নারীবাদী পক্ষ অবলম্বন করে বলা যায়, রলস নৈতিক ভাবাবেগকে অবহেলা, অবজ্ঞা করে নৈতিক যৌক্তিকতা ও বুদ্ধির প্রাধান্যকে স্বীকার করার মাধ্যমে আসলে পুরুষ পক্ষপাত করেছেন।

গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ে বার্নার্ড গার্ট-এর (১৯৩৪-২০১১) মত অবলম্বন করে বিচার করার প্রচেষ্টা হয়েছে- পক্ষপাতরাহিত্যের জটিল ও দুরূহ ধারণাটি মূলস্রোতের ভাবনায় নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এক আবশ্যিক বৈশিষ্ট হলেও, তার ব্যবহারিক যৌক্তিকতা নিয়ে সংশয় করার কারণ অনেক। গার্টের মতে নৈতিকতার পরিসরে পক্ষপাতরাহিত্যের ভূমিকা, গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা গ্রহণযোগ্যরূপে উপস্থাপন করতে এবিষয়ক একটি বিচার মূলক ব্যাখ্যা আবশ্যক। তাঁর মতে, একজন নৈতিক কর্তা কার প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করবেন এবং কোন্ পরিস্থিতিতে নিরপেক্ষ অবস্থান অবলম্বন করেছেন, সেটা বিবেচনা করা জরুরী। তিনি দাবি করেন, পক্ষপাতরাহিত্য একটি আকারসর্বস্ব, শূন্যগর্ভ শব্দ বা পরিভাষা নয়; এই ধারণার মধ্যে যে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলি হল, ১) কর্তা- অর্থাৎ যিনি নিরপেক্ষ নির্বাচন করেন, ২) অপর- যার প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করা হয়েছে এবং ৩) বিষয় বা ক্ষেত্র- যার প্রেক্ষিতে নিরপেক্ষ আচরণ করা হয়েছে। নৈতিকতার অনুজ্ঞা অনুযায়ী, একজন যথার্থ নৈতিক কর্তা ন্যূনতম গোষ্ঠীর (যে গোষ্ঠীতে ব্যক্তি নিজেও অন্তর্ভুক্ত) প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করা বাঞ্ছনীয়। নৈতিকতার পরিসরে দাবী করা হয় একজন ব্যক্তি কোনো একটি গোষ্ঠীর সাপেক্ষে এবং সেই গোষ্ঠীর কোনো একটি বিষয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখবেন। নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ অবস্থান দাবী করার অর্থ এই নয় যে, ব্যক্তিকে সকলের প্রতি এবং সমস্ত প্রকার ক্ষেত্র নির্বিশেষে নিরপেক্ষ আচরণ করতে হবে। গার্ট নৈতিকতার প্রেক্ষিতে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেন, যথা - নৈতিক আদর্শ (Moral ideals) এবং নৈতিক অনুশাসন (Moral rules)। তাঁর মতে নৈতিক পরিসরে, নৈতিক অনুশাসন পালন করার ক্ষেত্রে কর্তার নিরপেক্ষ অবস্থান প্রত্যাশা করা হয়। একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর প্রতি নৈতিক অনুশাসন পালন করার ক্ষেত্রে, একজন যথার্থ নৈতিক কর্তার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আচরণ করা আবশ্যক। কিন্তু কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি নৈতিক অনুশাসনের পালন করতে অসমর্থ হন এবং সেই নিয়মের লঙ্ঘনটি যদি ন্যায়সঙ্গত (justified) কারণে হয়ে থাকে, তাহলে

উক্তপ্রকার লঙ্ঘনকেও নিরপেক্ষভাবে নিয়ম পালনের সমকক্ষ হিসেবে ধার্য করা হবে। নৈতিকতার প্রেক্ষিতে যে ধরনের নিরপেক্ষতা প্রয়োজনীয়, তা অবশ্যই একটি লৌকিক তন্ত্রের অংশ হবে। ক্ষেত্র বিশেষে নৈতিক নিয়মের লঙ্ঘকে নৈতিক ভাবে অনুমোদন করা সম্ভব। বৌদ্ধিক ব্যক্তি দ্বারা অনুমোদিত নিয়মের লঙ্ঘন এবং নিরপেক্ষ রূপে নৈতিক অনুশাসন পালনকে গার্ট অভিন্ন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। শুধুমাত্র তখনই কোনো নৈতিক অনুশাসন লঙ্ঘন এবং নিরপেক্ষভাবে নিয়ম পালনকে সমকোটিতে ধার্য করা হবে, যখন একটি নৈতিক লৌকিক তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বৌদ্ধিক ব্যক্তি সেই নির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘনকে ন্যায়সঙ্গত রূপে স্বীকৃতি দেবেন। গার্টের ভাষায় এগুলি “Strongly justified violations” অর্থাৎ জোড়ালো যুক্তিসম্পন্ন লঙ্ঘন। আবার যখন কোনো একটি নিয়ম লৌকিকভাবে লঙ্ঘনীয় কিনা এই বিষয়ে বৌদ্ধিক কর্তার মধ্যে মত পার্থক্যের উদ্ভব হয়, সেই পরিস্থিতিতে ব্যক্তি নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে নিয়মের পালন অথবা লঙ্ঘন করতেই পারেন। গার্টের ভাষায় এই লঙ্ঘনকে বলা হয় " Weakly justified violations" অর্থাৎ দুর্বল যুক্তিপূর্ণ লঙ্ঘন। সর্বোপরি বলা যায়, গার্ট পক্ষপাতরাহিত্য বিষয়ে একটি বস্তুগত বা বিষয়গত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যার সাহায্যে নৈতিক অনুশাসনের ন্যায্য বা যুক্তিপূর্ণ এবং অন্যায্য অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত নয় এরূপ, উভয় প্রকার লঙ্ঘনকেই যথাযথরূপে বিবৃত করা হয়েছে। গার্ট প্রদত্ত নৈতিক পক্ষপাতরাহিত্যের ব্যাখ্যার মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ এবং অযৌক্তিক উভয় প্রকার নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেৎগুলির একটি বস্তুগত ধারণা লাভ করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নৈতিক কর্তার মধ্যে মতানৈক্য হতেই পারে। একই তথ্য থাকা সত্ত্বেও দুজন ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক প্রেক্ষিতে কোনটি করণীয় আর কোনটি পরিহার্য এই বিষয়ে মতবিরোধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ ব্যক্তিবিশেষে তাদের নৈতিক আদর্শ ভিন্ন হতেই পারে। তিনি এই বিষয়ে যৌথ বিবৃতি প্রদান করেছেন, একাধারে তিনি পক্ষপাতরাহিত্যের ধারণার একটি বস্তুগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি আবার ক্ষেত্র বিশেষে, নৈতিক দ্বন্দ্ব বা মত-বিভেদেরও একটি

জায়গা উন্মুক্ত রাখতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, নৈতিক অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতরহিত অবস্থান আবশ্যক হলেও, নৈতিক আদর্শের ক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতা বাধ্যতামূলক নয়।

পরিশেষে উপসংহারে আলোচিত হয়েছে, নীতিদর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য মানব জীবনের লক্ষ্য অর্জনের উপায় সন্ধান। একটি পরিপূর্ণ এবং শুভ জীবন গড়ে তোলার জন্য সুখবর্ধক কর্ম আবশ্যক। সামাজিক সংহতি, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত তথা সাম্প্রদায়িক কল্যাণের স্বার্থে জগতে শুভর বৃদ্ধি এবং অশুভর নাশ হওয়া কাম্য। কিন্তু বর্তমান কালে আমরা অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি যখন সামাজিক মূল্যবোধ তলিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতার রাজনীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন একটা সমাজ আমাদের সকলেরই কাম্য যেখানে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে ক্ষমতার সমবন্টন ও বিস্তার ঘটবে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বঞ্চনা, পীড়ন তথা অবমূল্যায়ন ঘটবে না। যেখানে সকল ভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষের নিজস্ব স্বর ও মূল্যবোধ মর্যাদা পাবে, সেইরূপ সমাজ আমাদের প্রত্যেকের কাঙ্ক্ষিত। বাস্তব জীবনে নৈতিক আচরণ বা সিদ্ধান্ত কেবল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হবে, না কি বুদ্ধি ও আবেগ আমাদের যাপনের মান উন্নত করবে তা নিয়ে দার্শনিক মহলে বাদানুবাদ অব্যাহত রয়েছে। চিন্তায় যুক্তিনিষ্ঠ থেকেও ব্যক্তি হৃদয়াবেগ, সহমর্মিতা, অপরের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার প্রচেষ্টা করে এবং সমাজে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক ভিন্নতাকে মর্যাদা দিয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে সার্বিক মঙ্গলের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে চায়।

ধ্রুপদী পাশ্চাত্য নীতিদর্শন বিশেষত বুদ্ধিবাদী ভাবনায়, বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ফলত নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আবেগ, অভিজ্ঞতা, প্রসঙ্গ, সহমর্মিতা প্রভৃতি বিষয়গুলি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। মূলধারার নৈতিক ভাবনা এবং প্রেক্ষিত-বর্জিত পুংকেন্দ্রিক জ্ঞান ধারাবাহিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে বিষয়তা, পক্ষপাতরাহিত্য, যৌক্তিকতা, বিমূর্তায়ন প্রভৃতির উপর। ধ্রুপদী দার্শনিক পরম্পরার সমালোচনাপূর্বক নারীবাদী, নারী ও পুরুষের লিঙ্গ

পরিচয় নির্মাণের ব্যাখ্যা করে দেখাতে চেয়েছেন নারী তার আদর্শ গুণসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তার নৈতিকতা পুরুষালি বিচার বোধ, বৌদ্ধিকতা ও নিরপেক্ষতার পৃষ্ঠপোষক না হওয়ায় মূলস্রোতের দর্শনে অবমূল্যায়িত হয়েছে। এই প্রকার লিঙ্গ রাজনীতির সঙ্গে নৈতিকতা বা নৈতিক আদর্শকে যুক্ত করে বিবেচনা করলে স্বার্থ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব প্রভৃতি বিষয় গুলি নৈতিকতার পরিধিতে প্রবেশ করে। তাই নারীবাদী নীতিদর্শনে পক্ষপাতরহিত, সার্বিক, বিষয়গত, নৈতিক আদর্শের পরিবর্তে আপেক্ষিক নৈতিকতার প্রাসঙ্গিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আপেক্ষিক বা অবস্থান সাপেক্ষ নৈতিকতার কথা কোনও কোনও ধ্রুপদী দার্শনিক উল্লেখ করলেও, তাঁরা লিঙ্গ সাপেক্ষে নৈতিক আদর্শ বা নীতি গড়ে তোলার পক্ষপাতী নন। এই গবেষণায় পূর্বপক্ষরূপে মূলস্রোতের বুদ্ধিবাদী মতকেই বিশেষরূপে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে নানা বিকল্প নৈতিক অবস্থানের প্রস্তাব এসেছে যাঁরা মূলত ক্ষমতার মেরুকরণ প্রতিহত করার বিষয়ে চিন্তিত। নারীবাদী দার্শনিক এই বিকল্প নৈতিকতার অন্যতম পথ প্রদর্শক। 'Top-down' বা 'Bottom-up' উভয় ক্ষেত্রেই কোন একটি পক্ষের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অপরের অধিকার তথা কর্তব্য নির্ধারণ করে। তাই নারীবাদী নীতিবীক্ষার পরতে পরতে 'power-with-power'-এর অনুমোদন পাওয়া যায়, যেখানে ভিন্নতা সত্ত্বেও বৈষম্য বা উচ্চ-নীচ স্তরায়নের অস্তিত্ব নেই। নারীবাদী দার্শনিক ব্যক্তির অবস্থান ও সাপেক্ষতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন বলে তাঁরা এক প্রকার বিষয়ীতাকে অনুমোদন করেন, একথা ভাবা সঙ্গত নয়। কারণ তাঁরা স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন বৈধ উপায়ে যে সাপেক্ষতা বা প্রতিপত্তি লাভ হয়, সেই অর্থে কোন একটি বিশেষ অবস্থান সাপেক্ষে নৈতিকতার প্রস্তাবনা হলে তা দোষের নয়। মুলস্রোতের নীতি-তাত্ত্বিক দাবি করেন যে, নীতিদর্শন এবং দর্শনের অন্যান্য শাখা যথা- জ্ঞানতত্ত্ব, সত্তাতত্ত্ব প্রভৃতি গুলি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সকল প্রভাব মুক্ত। কিন্তু নারীবাদী এই দাবিকে নাকচ করে দেখিয়েছেন, প্রত্যেকের রাজনৈতিক অবস্থান তথা পক্ষপাত উপস্থিত। অতএব পক্ষপাতরহিত কোনও শাস্ত্র হওয়া অসম্ভব।

নৈতিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্বে দীর্ঘকাল ধরে নিরপেক্ষতাবাদী এবং সাপেক্ষতাবাদীদের মধ্যে মতান্তর দেখা গেছে। যে সকল দার্শনিক নিরপেক্ষতার সপক্ষে, তাঁরা নিয়ম-নীতির প্রসঙ্গে নিরপেক্ষতার বিশেষ মূল্য স্বীকার করেন। অপরদিকে সাপেক্ষতাবাদীর কাছে নিরালম্ব নিয়ম-নীতির তুলনায়, ব্যক্তির নিবিড় সম্পর্ক এবং ব্যক্তি জীবনের প্রকল্পগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিরপেক্ষতাবাদী নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে সকলের প্রতি সমান আচরণ এবং ন্যায্য সাহচর্যের দাবি করে থাকেন। কিন্তু সাপেক্ষতাবাদীর কাছে এরূপ অবস্থান অবাস্তব এবং অনাবশ্যক। মানুষের জন্ম, শৈশব তথা যাপন বিশেষ বিশেষ প্রবাহে বয়ে চলে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের পরিস্থিতি যেমন ভিন্ন, প্রত্যেকের চাহিদা, প্রয়োজন এবং লক্ষ্যও বিবিধ। আবার সকলের ক্ষেত্রে পীড়ন, অত্যাচার কিংবা অবমাননার মাত্রাও এক নয়। সমাজে একদল মানুষ বা গোষ্ঠীর প্রভুত্বের দরুণ, অপর একদল নিপীড়িত, অত্যাচারিত এবং অবমূল্যায়িত। এহেন পরিস্থিতিতে সকলের প্রতি সমান আচরণ করা সম্ভব নয় এবং হয়ত কাম্যও নয়। সকল ব্যক্তি সমাজে সম আকারে ক্ষমতাশালী নন। আমাদের এমন অনেক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় যেখানে, নৈতিক অনুশাসন রক্ষার তাগিদেই নিরপেক্ষ অবস্থান বর্জন করা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। প্রত্যেক নৈতিক কর্তা নিজের জীবনে উন্নতি সাধন, আনন্দ এবং পরিপূর্ণতা লাভের জন্য তাঁর কাছের মানুষদের প্রতি বিশেষ দায়বদ্ধতা অনুভব করে থাকে। যাদের সঙ্গে তাঁর ভালো থাকা যুক্ত হয়ে আছে এবং যাদের সঙ্গে তার জীবনের প্রকল্পগুলির সাফল্য জড়িয়ে আছে, তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হতে ব্যক্তি অধিক আগ্রহী হয়। আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু-বান্ধবের প্রতি মানুষের আন্তরিকতা রচিত হয় নিবিড় সখ্যতা এবং সম্পর্কের দরুণ। এই সম্পর্কের তাগিদেই ঘনিষ্ঠ মানুষদের প্রতি ব্যক্তি অনায়াসে নৈতিক কর্তব্য পালন করতে পারে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বুননের যেমন বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, তেমনি সামাজিক পরিসরে অপরাপর মানুষের প্রতি অন্যায় না করা, রাষ্ট্রপ্রদত্ত সকল সুবিধার ন্যায্য বন্টন করা, অপরের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ থেকে নিজের

অধিকার দাবি করার প্রসঙ্গগুলিরও সম মাত্রায় গুরুত্ব রয়েছে। দুটি কোটিই মূল্যবান, তাই সার্বিক মঙ্গল সাধনের ক্ষেত্রে কোন একটি পক্ষ অবলম্বন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ধ্রুপদী তত্ত্বভূমিতে পক্ষপাতরাহিত্যর ধারণাটি পরিপূর্ণ বা যথাযথ রূপ পায়নি। একটি যথার্থ সমৃদ্ধ নৈতিক পরিকাঠামো গঠন করতে হলে নিরপেক্ষ অবস্থান বিষয়ে গভীর বিচারমূলক উপলব্ধি আবশ্যক। প্রেক্ষিতকে সম্পূর্ণ বর্জন বা উপেক্ষা করে নিরপেক্ষতার আদর্শনিষ্ঠ নৈতিক তত্ত্ব আপাতদৃষ্টিতে পরিমার্জিত হলেও বাস্তবে ত্রুটিপূর্ণ। নারীবাদী প্রমাণ করেন যে মূলস্রোতের নীতিশাস্ত্রের পক্ষপাতরাহিত্যের আদর্শটি বাস্তবে সামাজিক উচ্চ-নীচ স্তরায়ন এবং অবদমনের প্রক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেয়। অধিকাংশ ধ্রুপদী নীতিদার্শনিক সাপেক্ষতার নৈতিক তাৎপর্যকে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ তাঁদের মতে, নৈতিকতাকে মৌলিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরপেক্ষ হতে হবে। মূলস্রোতের নীতিদর্শনে যে নিরালম্ব দৃষ্টিভঙ্গীর (View from nowhere) উল্লেখ করা হয়, Nagel তার সমালোচনা করেন। যথার্থ নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং সাপেক্ষতা উভয়ের প্রয়োজন স্বীকার করেন তিনি। একই ভাবে কিছু কিছু নারীবাদী মনে করেন, নৈতিকতার প্রেক্ষিতে এই দুই উপাদানই জরুরী এবং এদের একটির দ্বারা অপরটিকে প্রতিস্থাপন (replace) করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি বিশেষে প্রেক্ষিতের ভিন্নতা বর্তমান, ফলে ন্যায়তত্ত্বে প্রেক্ষিত সচেতনতাকে স্থান দেওয়া প্রয়োজনীয়।

বার্নাড উইলিয়ামস্ মনে করেন, নৈতিক চিন্তনের প্রধান লক্ষ্য মানুষের দ্বারা এমন এক জগৎ নির্মাণ করা যেখানে সকলের সামাজিক, সংস্কৃতি এবং ব্যক্তিগত জীবনের মূল্য গুলি বহাল থাকে। মানুষের জন্য নৈতিকতা প্রয়োজন। কিন্তু সেই নৈতিকতা মানুষকে অতিক্রম করে নয়। নৈতিকতা এমনই হবে যেটি তাত্ত্বিক পরিসরকে অতিক্রম করে, বাস্তব জগৎ ও মানব জীবনের প্রয়োগিক ক্ষেত্রে অনুমোদিত হবে। কিন্তু উইলিয়ামস্‌ের মতে, মানব জীবনের জটিলতা, মূল্যবোধের বহুমুখীতা, যাপনের বিভিন্নতাকে কোনভাবেই নির্দিষ্ট একটি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে

সামগ্রিক সামঞ্জস্যপূর্ণ তত্ত্ব গঠন অসম্ভব। নীতিতত্ত্বের প্রকৃত কাজ হল-মানুষের দ্বারা নির্বাচিত বিভিন্ন আবশ্যিক মূল্য বা মূল্যায়নের মাত্রা গুলির স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন নৈতিক বিবেচনা গুলিকে বিশ্লেষণ করা। যেহেতু মানব জীবনে নৈতিকতা বহুমাত্রিক, তাই প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। নীতিতত্ত্বে বিমূর্ততার উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের অর্থ হল, মানব জীবনের বৈচিত্র এবং অভিজ্ঞতাগুলির বিভিন্নতার প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করা। আমাদের জীবনের লক্ষ্য যদি হয় একটি যূথবদ্ধ সমৃদ্ধ যাপন, তাহলে একটি যথার্থ মানবধর্মী ন্যায় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে, এবং তার ব্যবহারিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বুনন, নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের বিশেষতা, ভিন্ন নৈতিক বোধ, উপলব্ধি এবং সদৃশ বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। নিরপেক্ষতার আদর্শ আমাদের নৈতিক জীবন যাপনের অন্তরায় না হয়ে ওঠে তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র তত্ত্ব গঠনের খাতিরে মানব জীবনের জটিলতা, বহুমুখীতা অদৃশ্য করার প্রয়াস বর্জন করতে হবে। সমাজে বৈষম্যহীন, বাস্তব উপযোগী ন্যায় পরিকাঠামো প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সাপেক্ষতা, ভেদ বা পৃথকতাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জি

গুপ্ত, দীক্ষিত, *নীতিশাস্ত্র,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা ২০০৭ ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *শান্তিনিকেতন (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড),* বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৪০৯ (বঙ্গাব্দ)।

বাগচী, নন্দিতা ও চ্যাটার্জি সিনহা, অতসী, *দার্শনিক তত্ত্বায়নে নারীবাদ : ভিন্ন মননে বিচিত্র আলাপ,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৭।

ভাসীন, কমলা, *পিতৃতন্ত্র কাকে বলে?* স্ত্রী, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১।

মৈত্র, শেফালী, *নৈতিকতা ও নারীবাদ,* নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ২০০৩, পৃ. ১২২।

সরকার, প্রহ্লাদ কুমার (সম্পাদিত), *কান্টের দর্শন,* দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, হাওড়া, ২০০৪।

Baron, Marcia. "Impartiality and friendship." *Ethics* 101 (4), 1991, pp. 842-43.

Bhasin, Kamla & Khan, Nighat Said. *Feminism and Its Relevance in South Asia,* New Delhi: Women Unlimited, 2007.

Bhasin, Kamla. *Understanding Gender*, New Delhi: Women Unlimited, 2000.

Bhasin, Kamla. *What Is Patriarchy?*, New Delhi : Women Unlimited, 2007.

Blum, Lawrence A. "Gilligan and Kohlberg: Implications for Moral Theory." *Ethics*, vol. 98, no. 3, 1988, pp. 472–91.

Blum, Lawrence. *Moral Perception and Particularity*, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

Blum, Lawrence. "Particularity and Responsiveness." *The Emergence of Morality in Young Children*, ed. J. Kagan and S. Lamb, Chicago, IL: University of Chicago Press, 1987, pp. 321-35.

Bramer, Marilea. "The Importance of Personal Relationships in Kantian Moral Theory: A Reply to Care Ethics." *Hypatia* 25.1, 2010.

Calhoun, C. "Justice, Care, Gender Bias." *Journal of Philosophy*, 85: 9, 1988.

Chatterjee Sinha, Atashee, *The Many Faces of Reason and Violence*, Papyrus, Kolkata, 2005.

Clouser, K. Danner, and Bernard Gert. "Common morality." *Handbook of Bioethics: Taking Stock of the Field from a Philosophical Perspective*, 2004, pp. 121-141.

Engels, Frederick. *The Origin of the Family, Private Property and the State*, New York: International Publisher, 1972.

Fricker, Miranda, and Hornsby, Jennifer, eds. *The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

Friedman, Marilyn. "Feminism in Ethics: Conceptions of Autonomy." *The Cambridge Companion to Feminism in Philosophy*, Miranda Fricker and Jennifer Hornsby (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

Friedman, Marilyn. "Impartiality." *A Companion to Feminist Philosophy*, Alison M. Jaggar and Iris Marion Young (eds.), Massachusetts: Blackwell Publishers Inc., 1998.

Friedman, Marilyn. "The Impracticality of Impartiality." *The Journal of Philosophy*, vol. 86, no. 11, 1989, pp. 645–56.

Friedman, Marilyn. “The Practice of Partiality.” *Ethics*, vol. 101, no. 4, 1991, pp. 818–35.

Gardiner, Judith Kegan, ed. *Masculinity Studies and Feminist Theory*, Columbia University Press, 2002.

Garrett, Jacob. "Recovering an Ideal: Impartiality as Democratic Listening." *Western Political Science Association*, 2014.

Gert, Bernard, and Danner Clouser. "Morality and its applications." *Building bioethics: Conversations with Clouser and Friends on Medical Ethics*, Dordrecht: Springer Netherlands, 1999, pp. 147-182.

Gert, Bernard. "Loyalty and Morality." *Nomos* 54, 2013, pp. 3-21.

Gert, Bernard. "Moral Arrogance and Moral Theories." *Philosophical Issues* 15, 2005, pp. 368-385.

Gert, Bernard. "Moral Impartiality." *Midwest Studies in Philosophy* 20, 1995, pp. 102-128.

Gert, Bernard. "Moral Theory and Applied Ethics." *The Monist* 67.4, 2014, pp. 532-548.

Gert, Bernard. "Morally Relevant Features." *Metaphilosophy* 30.1-2, 1999, pp. 13-24.

Gert, Bernard. "Obey the Law as a Moral Rule." *JRE* 11, 2003.

Gert, Bernard. "Rationality, Human Nature, and Lists." *Ethics* 100.2, 1990, pp. 279-300.

Gert, Bernard. "Reasons and Rational Requirements." *JRE* 13, 2005.

Gert, Bernard. "The Law of Nature as The Moral Law." *Hobbes studies* 1.1, 1988, pp. 26-44.

Gert, Bernard. *Morality: A New Justification of The Moral Rules,* Oxford University Press, 1988.

Gert, Bernard. *Common Morality: Deciding What to Do.* Oxford University Press, 2004.

Gert, Bernard. *Morality: Its Nature and Justification.* Oxford University Press, USA, 1998.

Gilligan, Carol, *et al.,* (eds). *Mapping the Moral Domain*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1988.

Gilligan, Carol, *In a Different Voice*, Harvard University Press, Cambridge, 1993.

Gilligan, Carol. "Looking Back to Look Forward: Revisiting In a Different Voice." *Joining the Resistance*, Cambridge, Mass., Polity Press, 2011, pp. 14-43.

Gilligan, Carol. *In a Different Voice*, Harvard University Press, Cambridge, 1993.

Green, Karen. "Reason and Feeling: Resisting the Dichotomy." *Australasian Journal of Philosophy*, 1471-6828, Volume 71, Issue 4, 1993, pp. 385-99.

Held, Virginia. "Rights." *A Companion to Feminist Philosophy*, Alison M.Jaggar and Iris Marion Young (eds.), Oxford : Blackwell Press, 2000, pp. 500-10

Held, Virginia. *The Ethics of Care: Personal, Political, and Global*, Oxford University Press, 2006.

Herman, Barbara. "The Practice of Moral Judgment." *The Journal of Philosophy*, vol. 82, no. 8, 1985, pp. 414–36.

Hooker, Brad. "When is Impartiality Morally Appropriate?." *Partiality and Impartiality: Morality, Special Relationships, and the Wider World*, Oxford University Press, 2010.

Hume, David. *A Treatise of Human Nature*, (Book III, part 3, Section I), reprinted Oxford University Press, 2nd. Edition, 1739 (1978).

Jaggar, Alison M., and Young, Iris Marion, eds. *A Companion to Feminist Philosophy*, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 2000.

John Stuart Mill, "Utilitarianism." *Ethics: Classical Western Texts in Feminist and Multicultural Perspectives*, ed. James P. Sterba, Oxford University Press, New York, 2000.

Kant, Immanuel. *Grounding for The Metaphysics of Morals,* 3rd ed. Trans. James W. Ellington. Indianapolis: Hackett Publishing, 1993.

Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysic of Morals*, Trans. By H.J. Paton, as *The Moral Law*, Hutchinson and Co (Publishers) Ltd., London, 1976.

Kant, Immanuel. *Observations on the Feeling of the Beautiful and Sublime*. University of California Press, 2003.

Kiss, Elizabeth. "Justice." *A Companion to Feminist Philosophy*, eds. Alison M. Jaggar and Iris Marion Young, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 2000, pp. 487-99.

Koehn, Daryl, *Rethinking Feminist Ethics: Care, Trust and Empathy*, Routledge, London, 1998.

Lloyd, Genevieve. *The Man of Reason*, Vol. 10, No. 1, January 1979.

Mahadevan, Kanchana. "The Ethics of Care: Carol Gilligan." *Between Femininity and Feminism Colonial and Postcolonial Perspective on Care*, New Delhi: ICPR & D. K. Print world, 2014, pp. 105-41.

Meyers, D. *Subjection and Subjectivity: Psychoanalytic Feminism and Moral Philosophy*, New York: Routledge, 1994.

Mill, John Stuart. *Utilitarianism*, Batoche Books Ltd, Canada, 2001.

Moitra, Shefali, *Feminist Thought*, New Delhi & Kolkata: Munshiram Manohar Lal Publishers Pvt. Ltd. in association with Centre of Advanced Study in Philosophy, Jadavpur University, 2002.

Moore, G. E., "Ethics in Relation to Conduct." *Principia Ethica*, Cambridge University Press, 1903.

Mukherjee, Bidisha. *Redefining Ethics as Care,* Kolkata: Papyrus, 2008.

Noddings, Nel. *Caring: A Feminine Approach of Ethics and Moral Education,* 2nd ed. Berkeley: University of California Press, 2003.

Noddings, Nel. *The Maternal Factor*: *Two Paths to Morality*, California: University of California Press, 2010.

Okin, Susan Moller. "Reason and Feeling in Thinking about Justice." *Ethics* 99.2, 1989, pp. 229-249.

Okin, Susan Moller. *Justice, Gender, and the Family,* New York: Basic, 1989.

Paton, H, J (translated and analysed), *The Moral Law: Kant's Groundwork of the Metaphysic of Morals,* Hutchinson & Co. (Publishers) Ltd. London, 1976.

Rawls, John. *The Theory of Justice*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971.

Sen, Pranab Kumar. "The Concept of Rationality." *Reference and Truth*, by Pranab Kumar Sen, ICPR in association with Allied Publishers Ltd., New Delhi, 1991.

Stark, Cynthia. "Decision Procedures, Standards of Rightness, and Impartiality." *Nous* 31 (4), 1997, pp. 478-95.

Sterba, James P., ed. *Ethics: Classical Western Texts in Feminist and Multicultural Perspectives*, Oxford University Press, New York, 2000.

Sullivan, Roger J., *Immanuel Kant's Moral Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

Thomas, Conor. "Okin's Attempt at a Caring Justice." *Aporia* 32.1, 2022.

Tronto, Joan. *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care,* New York: Routledge, 1993.

Williams, Bernard, *Ethics and the Limits of Philosophy,* Cambridge university press, 1985.

Young, Iris Marion. "The Ideal of Impartiality and the Civic Public." *Justice and the Politics of Difference.* Princeton University Press, 1990, pp. 96-121.

Young, Iris Marion. *Justice and the Politics of Difference,* Princeton University Press Princeton, New Jersey, 1990.

Internet Resources

Jollimore, Troy, "Impartiality", Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/impartiality/ (online source), cited on 05/01/2022.

Sander-Staudt, Maureen, "Care Ethics", Internet Encyclopedia of Philosophy. https://iep.utm.edu/care-ethics/ (online source) cited on 20/4/2021.

Norlock, Kathryn, "Feminist Ethics", Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/feminist-philosophy/ (online source), cited on 10/05/2019.

Rituparna Choudhury
23.02.2024.

Atashee Chatterjee Sinha
23.02.2024

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032